OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 481 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 481 - 496
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

কর্মযোগের আদর্শ : শ্রীমদ্ভগবদগীতা, কাণ্ট, বিবেকানন্দ এবং গান্ধির কল্যাণমূলক নীতিদর্শন ও কর্তব্যবোধ

ড. অজয় কুমার দাস
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
বিবেকানন্দ মিশন মহাবিদ্যালয়
চৈতন্যপুর, হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর
Email ID : ajoy.003@rediffmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Karma-Yoga, Duty, Sreemad Bhagavad Gita, Immanuel Kant, Swami Vivekananda, Mahatma Gandhi, Pure reason, Ramayana, Rabindranath Tagore, Bisarjan.

Abstract

Ideal life principles of great creators evolve round their activities for mankind. Their lives are the indispensable lessons to follow. The ideals of 'Karmayoga' are deeply enrooted in benificial ethics, philosophy and sense of responsibilities. Human well-being and responsibilities have taken shapes in the light of lives, activities and thoughts of philosopher Kant, Swami Vivekananda and Mahatma Gandhi and the essence of Sreemad Bhagavad Gita. Lord Krishna says that human beings should perform their duties without expectations of gaining fruits. Selfless duty never brings bondage. Lord Krishna advised Arjun to do his duties without adherence to positive effects. Actions that derive from feelings of responsibilities are related to principles of ethics. According to Lord Krishna action is salvation.

Vivekananda also emphasized on selfless actions. Man tries to be man but that is yet to be completed. Our journey is convergent to noble purpose. Swamiji was the great preacher of 'Karma Yoga'. Actions manifests in fields and meadows, service to dying and distressed, bloody battle field, walfare of mankind. According to Swamiji those who are devoted to service humanity, performed duty for the shake of duty. Kant also professed on performing duty without conditions. He established principles of action in terms of good will, moral law and complete good. Gandhiji's life was full of mortification. Sacrifice defines his principles of action. He searched true actions in non-violence. The strength of his action was promonent in his Satyagraha and Brahmacharya. His energy was revealed in the field of Indian freedom movement. He walked from door to door of riot-ridden and burnt huts. He proclaimed the birth of a new world through non-violence. The great Balmiki presented in his epic Ramayana, the conflict of love and responsibility in action of Sri Ramchandra. Rabindranath showed Govindamanikya's sincerity to duty in his play 'Bisarjan'. Great creators

remain immortal in this planet by establishing inseperable relationship between sincerity in action and sense of responsibilities.

Discussion

এক

> "Work for work's sake. There are some who are really the salt of the earth in every country and who work for work's sake, who do not care for name, or fame, or even to go to heaven."[১]

কর্মের জন্যই কর্ম করুন। সকল দেশেই এমন কিছু মানুষ আছেন যাঁদের প্রভাব এই পৃথিবীর সমস্ত মানব জাতির পক্ষেই কল্যাণকর। তাঁরা কর্মের জন্যই কর্ম করেন। তাঁরা নাম-যশ-প্রশংসাকে উপেক্ষা করেন। স্বর্গ গমনেও তাঁদের কোন অভিলাষ নেই। একথা বলেছেন স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'Karma-Yoga' গ্রন্থের 'Karma in its effect on character' – (chapter – I) প্রবন্ধে। কর্মযোগ প্রসঙ্গে বিবেকানন্দের বিস্তৃত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ রয়েছে তাঁর নানা আলোচনায়। স্বার্থ সর্বস্ব কর্তব্য নয়, নিঃস্বার্থ কর্মই শ্রেয়। কিন্তু তাঁর জন্য প্রয়োজন অভ্যাস যোগ। লক্ষ্যহীন মানুষের সেই অর্জনের সহিষ্ণুতা কই? আমাদের শ্রেষ্ঠ আদর্শসমূহ– সত্য, প্রেম এবং নিঃস্বার্থপরতা প্রভৃতির মধ্যে নিহিত আছে মহতী শক্তির অভিজ্ঞান। কোন কর্মই সামান্য নয়। কোন কর্মকে তুচ্ছ বিবেচনা করে ঘৃণা করা উচিত নয়। মানুষ সততই ঊর্ধ্বতর মানুষ হওয়ার জন্য সাধনা করেছেন। কিন্তু সে সাধনা আজও সম্পূর্ণ হয়নি। বৃহৎ আর মহৎ উদ্দেশ্যের অভিমুখেই আমাদের যাত্রা। মানুষ কর্মের অধিকার লাভ করে। কিন্তু ফলের নয়। কোন মহত্তর, বৃহত্তর কাজ করার পর ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করা অনাবশ্যক। কর্মের মধ্য দিয়েই মানুষ নিঃস্বার্থপর হয়ে ওঠেন, ভগবানের সাক্ষাৎ লাভ করেন। কর্মযোগ হল কর্মের মাধ্যমে চিত্তশুদ্ধি। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'The Goal and Methods of Realisation' – নামের একটি বক্তৃতায় বলেছেন, সমস্ত ধর্মের লক্ষ্য এবং পরিসমাপ্তি এক। মানুষের মধ্যে দেবত্ব প্রতিষ্ঠাই এর লক্ষ্য। মানব সমাজের উদ্দেশ্যে সার্বজনীন মানব ধর্মের স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন স্বামীজি। বিবেকানন্দের মতে, যোগ সাধনার মাধ্যমে মানুষ মানুষ হওয়ার অধিকার অর্জন করেন। যোগ হল মিলন। ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের মিলন ঘটে। এই যোগ চার প্রকার। কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ ও জ্ঞানযোগ। কর্মযোগে মানুষ কর্ম ও কর্তব্যের মধ্যে দেবত্বের উপলব্ধি জাগ্রত করেন। ভক্তিযোগে ভক্তি ও প্রেমের দ্বারা, রাজযোগে মনসংযোগের দ্বারা এবং জ্ঞানযোগে জ্ঞানের মধ্য দিয়ে দেবত্বের অনুভূতি লব্ধ হয়। স্বামীজি কর্মযোগ প্রসঙ্গে লিখেছেন –

> "Karma-Yoga-The manner in which a man realises his own divinity through works and duty."[২]

কুরুক্ষেত্রের সমর প্রান্তরে মুহ্যমান বিষাদখিন্ন অর্জুন তাঁর বিপক্ষে দেখেছিলেন সমুদ্রের প্লাবন সদৃশ প্রবল সৈন্যব্যূহ। দেখেছিলেন, তাঁরই আত্মীয় পরিজনকে। আর দেখেছিলেন, বিপক্ষে অবস্থানকারী অস্ত্র সজ্জায় সজ্জিত স্নেহশীল দাদামশায় (পিতামহ) ভীষ্মদেব ও অস্ত্রগুরু (শিক্ষক) দ্রোণাচার্যকে। স্নেহ-প্রেম-ভালবাসা আর আবেগসিক্ত অর্জুন ভুলে গেলেন তাঁর আপন কর্তব্যকর্ম। ঠিক এই কারণেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে আলস্য পরিত্যাগ করার কথা বলেছেন। মোহ দূর করার কথা বলেছেন। মেরুদণ্ড সোজা রেখে উঠে দাঁড়াতে বলেছেন। যুদ্ধ করতে বলেছেন। বলেছেন, যাঁদের জন্য শোক করা অনুচিত তাঁদের জন্য শোক করেছেন, আবার পণ্ডিতের মত কথা বলছো। পণ্ডিতবর্গ কখনো মৃত বা জীবিত বন্ধুদের জন্য শোক করেন না। 'শ্রীমদ্ভগবদগীতা'র ২য় অধ্যায়ের **১১** সংখ্যক শ্লোকে ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন –

"অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ।"[৩]

স্বামীজি হলেন কর্মের মহান প্রচারক। তাঁর মতে, এই কর্ম জ্ঞান ও ভক্তির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। প্রকৃতপক্ষে কর্মই জ্ঞান ও ভক্তির যথার্থ প্রকাশক্ষেত্র। এই দার্শনিক বোধই গীতার কর্মযোগের ভিত্তি। কর্মযোগের আদর্শ ব্যাখ্যাতাও

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 481 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

স্বামীজি। তিনি মনে করেন, কারখানা ও পাঠগৃহ, খেত ও খামার এবং সাধুর কুটির, এগুলি মন্দিরস্থিত দরজার মতই সত্য। এই সমস্ত কর্ম ক্ষেত্রই মানুষের সঙ্গে ভগবানের মিলনের উপযুক্ত স্থান। তিনি আরও মনে করেন, মানুষের সেবায় এবং ভগবানের পূজায় কোন তফাত নেই। যেমন তফাত নেই পৌরুষের সঙ্গে বিশ্বাসবোধের, কিংবা সদাচারের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার। এ প্রসঙ্গে ভগিনী নিবেদিতা তাঁর 'Introduction' – 'Our Master and His Message' – রচনায় লিখেছেন –

> "This is the realisation which makes Vivekananda the great preacher of Karma, not as divorced from, but as expressing Jnana and Bhakti. To him, the workshop, the study, the farmyard, and the field are as true and fit scenes for the meeting of God with man as the cell of the monk or the door of the temple. To him, there is no difference between service of man and worship of God, between manliness and faith, between true righteousness and spiritualty."[8]

কর্মের প্রকাশ শ্রম নির্ভরতায়, মাঠে প্রান্তরে, অসহায় আর্তের সেবায়, রক্তাক্ত যুদ্ধভূমিতে, মনুষ্যত্ব এবং মানবিকতায়। বিবেকানন্দ মনে করেন, চারুশিল্প, বিজ্ঞান ও ধর্ম –এগুলি একই সত্যকে প্রকাশ করার তিনটি উপায়। নিবেদিতা স্বামীজির বক্তব্যকে উদ্ধৃত করেছেন তাঁর রচনায় -

> "All his words, from one point of view, read as a commentary upon this central conviction. 'Art, science, and religion', he said once, 'are but three different ways of expressing a single truth. But in order to understand this we must have the theory of Advaita'."[৫]

– একথা ঠিক, দর্শনের সমস্ত সত্য বক্তব্য প্রধান প্রত্যয়ের ভাষ্য।

'কর্ম' শব্দটি সংস্কৃত 'কৃ' – ধাতু থেকে এসেছে। 'কৃ' ধাতুর অর্থ হল 'করা'। যা কিছু করা হয়, তাই হচ্ছে কর্ম। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, মানুষ যে সব শক্তি নিয়ে কাজ করেন, তার মধ্যে কর্মের শক্তি প্রবল। আর এই কর্মের দ্বারাই ব্যক্তির চরিত্র গঠিত হয় –

> "Karma in its effect on character is the most tremendous power that man has to deal with."[৬]

স্বামী বিবেকানন্দের মতে, কর্ম হল মানুষের চিন্তার প্রকাশরূপ, মানুষের ইচ্ছার প্রকাশরূপ। হতে পারে কর্মের প্রকাশ রূপ কোন যন্ত্র, তা ছোটই হোক বা বড়ই হোক। এছাড়া শহর-নগর, জাহাজ, রণতরী – এসব সমাজ কল্যাণমূলক কর্ম বা শিল্প কর্মের সবকিছুই হল মানুষের ইচ্ছার বিকাশ। ইচ্ছার প্রকাশ কর্মেরই মত। প্রবল ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন মানুষ শ্রেষ্ঠ কর্মী –

> "All the actions that we see in the world, all the movements in human society, all the works that we have around us, are simply the display of thought, the manifestation of the will of man. Machines or instruments, cities, ships, or men – of-war, all these are simply the manifestation of the will of man; and this will is caused by character, and character is manufactured by Karma. As is Karma, so is the manifestation of the will."[৭]

স্বামীজি কর্মযোগের ব্যাখ্যায় বলেছেন, সবকিছুই কর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। জীবনে উপার্জন করা প্রয়োজন। কিন্তু সে উপার্জন সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে ঠকিয়ে ধনী হওয়ার মধ্য দিয়ে নয়। উপার্জনের সঙ্গে সততা এবং মঙ্গলবোধ যুক্ত থাকে –

> "All this is determined by Karma, work."[৮]

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 481 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

কিন্তু এলোমেলো কর্ম কোন কর্ম হতে পারে না। যথাযথ কর্ম করার জন্য উপযুক্ত অনুশীলনের প্রয়োজন। গীতার কর্মযোগের উল্লেখ করে স্বামীজি লিখেছেন –

> "With regard to Karma-Yoga, the Gita says that it is doing work with cleverness and as a science."[৮.ক]

- অর্থাৎ কর্মযোগের অর্থ তাৎপর্য হল কর্মের কৌশল – বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিতে কর্ম উদযাপন। কর্ম মানুষের মনের শক্তির বহিঃপ্রকাশ। কর্ম আত্মাকে বিকশিত করার উদ্দীপক। প্রতিটি মানুষের অন্তরে থাকে এমন শক্তি। মানুষ নানা উদ্দেশ্যে কর্ম করে। ব্যক্তিভেদে তা ভিন্ন ভিন্ন হয়। যশ, অর্থ, প্রভুত্ব, সুনাম, স্বর্গলাভ, মুক্তি, মোক্ষ এগুলির মধ্যে প্রধান। অবশেষে বিবেকানন্দ তাঁর 'Karma-Yoga' – গ্রন্থে লিখেছেন, কর্মের জন্যই কর্ম কর –

> "Work for work's sake."[৯]

কল্যাণ ব্রতী মানুষ কর্তব্যের জন্য কর্তব্য করেন। তাঁরা নাম যশ অর্থ তো বটেই, স্বর্গেও যেতে চান না। পরোপকারের জন্যই তাঁরা কর্তব্য করেন। সৎকর্ম এবং সৎ আদর্শকে তারা গ্রহণ করেন। স্বার্থশূন্য কর্মই তাঁদের উদ্দেশ্য। নিঃস্বার্থ কর্মই শ্রেষ্ঠ। মানব জীবনের সুউচ্চ আদর্শগুলি যথা– প্রেম, সত্য এবং নিঃস্বার্থপরতা এগুলি মানুষের অন্তরেই নিহিত রয়েছে। সংযম এবং ব্রহ্মচর্যের মাধ্যমেই তা বিকাশলাভ করে। কোন কর্মই ছোট বা সামান্য নয়। কোন কর্মকেই অবহেলা বা ঘৃণা করা উচিত নয়। বিবেকানন্দ লিখেছেন –

> "Unselfishness is more paying, only people have not the patience to practise it. It is more paying from the point of view of health also. Love, truth, and unselfishness are not merely moral figures of speech, but they form our highest ideal, because in them lies such a manifestation of power." [১০]

দুই

'Duty for duty's sake' অর্থাৎ কর্তব্যের জন্য কর্তব্য কর। কান্টের নৈতিক আদর্শকে দার্শনিক ব্রাডলি (Bradley, 1846-1924) এভাবেই চিহ্নিত করেছেন। কান্টিয়ান দর্শনে (আদর্শবোধক নীতিশাস্ত্র– Deontological Ethics) মানব কল্যাণের জন্য কিছু কাজ করা হয়, যেগুলি নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। মূল্যবোধ অনুসারে যথাযথ কর্তব্য পালন করার দায়বদ্ধতার উল্লেখ সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কর্তব্য ইমানুয়েল কান্টের (Immanuel Kant, 1724-1804) একটি ধারণা। ব্যক্তিকে তাঁর নিজের স্বার্থে নৈতিক দায়িত্ব পালন করতে হবে। প্রত্যেকে অবশ্যই কর্তব্য অনুসারী কাজ করবেন। এটি কর্তব্যের জন্য কর্তব্য নাম চিহ্নিত হয়ে রয়েছে দর্শনের ইতিহাসে। এখানে ধারণাটি হল যে, কর্তব্যটি অন্তর্নিহিত মূল্য তাৎপর্য বহন করে। ব্রাডলি কান্টিয়ান দর্শনের কর্তব্যের জন্য কর্তব্যকর্ম বিষয়টিকে সনাক্ত করেছেন। এটি একটি 'Formal Will.' F.H. Bradley–এর 'Ethical Studies' গ্রন্থের ভূমিকায় Richard Wollheim লিখেছেন– 'From this Bradley moves on to a kind of Kantian theory, which would identify the realization of the self with the exercise of a purely formal will'. -কর্তব্যের জন্য কর্তব্য অর্থাৎ আমাদের কর্তব্য স্পষ্ট। দার্শনিক Mary Warnock তাঁর বিশ শতকের নৈতিকতার ইতিহাসের বিবরণ সংক্রান্ত গ্রন্থ – 'Ethics Since 1900' -এ কান্টের নৈতিক আদর্শ প্রসঙ্গে ব্রাডলির বক্তব্যকে (London, Oxford University Press, 1960, p. 10) সমর্থন করেন।

কর্তব্য কি? বিবেকানন্দ লিখেছেন, আমাকে যদি কিছু করতে হয়, তবে প্রথমেই জানতে হবে এটি আমার কর্তব্য। তবেই আমি তা করতে পারব –

> "If I have to do something I must first know that it is my duty, and then I can do it."[১১]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 481 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

দর্শনের ছাত্র স্বামী বিবেকানন্দের কর্তব্য সম্পর্কিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকে যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে অনুধাবন করা প্রয়োজন। কর্তব্য জ্ঞান জাতিতে জাতিতে পৃথক পৃথক হয়ে থাকে। হিন্দুদের ধর্মশাস্ত্র বেদ এবং মুসলমানদের ধর্মশাস্ত্র কোরাণে উল্লিখিত কর্তব্য ভিন্ন। সুতরাং কর্তব্যের সার্বভৌম সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। সাধারণত দেখা যায়, প্রত্যেক সৎ ব্যক্তি নিজ নিজ বিবেকের কণ্ঠস্বরের আদেশ অনুযায়ী কর্তব্য কর্ম সম্পন্ন করে থাকেন। বিবেকানন্দ লিখেছেন –

> "The ordinary idea of duty everywhere is that every good man follows the dictates of his conscience."[১২]

কোন অধ্যাপক যিনি সঠিক কথা বলেন না তাঁর থেকে অনেক বেশি ভাল কোন এক নিম্নবর্গীয় সৎ চর্মকার যিনি সময় নষ্ট না করে অপেক্ষাকৃত কম সময়ে একজোড়া শক্ত ও সুন্দর জুতো প্রস্তুত করতে পারেন। বড় মানুষকে চেনা যায়, তাঁর কর্মের দৃষ্টিতে। কর্তব্যের কোন ছোট বড় থাকতে পারে না –

> "all duties are equally good."[১৩]

স্বামীজি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, গার্হস্থ্য বা সন্ন্যাস – যে কোন আশ্রমের কর্তব্য হোক না কেন, যথার্থ অনাসক্ত ভাবে পালিত হলে ব্যক্তি সর্বোচ্চ আত্মজ্ঞান লাভ করেন এবং প্রকৃত অনুভূতি দেশে পৌঁছান –

> "... and the result was that they became illuminated, clearly showing that the right performance of the duties of any station in life, without attachment to results, leads us to the highest realisation of the perfection of the soul."[১৪]

কান্ট। হিমালয় পর্বতমালার যে সমস্ত শৃঙ্গ রয়েছে, বহু দূর থেকে কাছাকাছি উচ্চতার সর্বসিদ্ধ সুউচ্চ গিরিশৃঙ্গটির উচ্চতা নির্ণয় করা সাধারণ মানুষের পক্ষে কঠিন। দর্শনের ইতিহাসেও শ্রেষ্ঠ দার্শনিকের শিরোপা নির্ণয় সহজ কাজ নয়। কেউ বলেন, তিনি কান্ট–মহাদার্শনিক। মনে হয়, তিনি ব্যাপ্ত চিন্তাবিশ্বের সুগভীর সমুদ্র বিশেষ। বিচারবাদী এই দার্শনিকের যুক্তি–বুদ্ধির তীক্ষ্ণ প্রয়োগ তাঁকে অবশ্যই স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করেছে। কান্টিয়ান দর্শনের একটি গৌরববোধক স্তম্ভ, যুক্তি বা রিজন। আর ইমানুয়াল কান্টের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থটি হল 'Critique of pure reason'। মানুষ বিবেকবোধ সম্পন্ন। মনে হয়, এই চিন্তাবিশ্বে বিবেক আছে বলেই মানুষ অন্যান্য প্রাণীদের থেকে পৃথক। মানুষের অন্তরে আছে শুভচেতনা ও নৈতিক বুদ্ধি। এই নীতিবোধ হচ্ছে বিবেক যা মানুষের অন্তরে অবস্থান করে। এটি একটি আদর্শ – বিবেকের আদর্শ। এই আদর্শই আমাদের যথাযথ কর্তব্য পালন করার নির্দেশ দেয়। কোন রকম কোন শর্ত ছাড়াই এমন কর্তব্য পালন করতে হবে। কর্তব্যকর্ম সম্পাদনের শর্তহীন এই বিধানকে দার্শনিক কান্ট একটি পারিভাষিক শব্দবন্ধে সুচিহ্নিত করেছেন, তা হল– শর্তহীন আদেশ বা 'Categorical Imperative'. Kant বলেছেন, Moral Law বা নৈতিক বিধি বাইরের কোন শর্তের উপর নির্ভর করে না। কান্ট তাঁর 'Critique of Pure Reason' গ্রন্থে লিখলেন –

> "It is necessary that the whole course of our life be subject to moral maxims, but it is impossible that this should happen unless reason connects with the moral law, which is a mere idea, an operative cause which determines for such conduct as is in accordance with the moral law an outcome, either in this or in another life, that is in exact conformity with our supreme ends."[১৫]

নৈতিক বিধি বা Moral Law - হল মানুষের অন্তরের শুভ বুদ্ধি বা শুভ শক্তি। কান্ট তাঁর গ্রন্থে সর্বোচ্চ কল্যাণ (Supreme good), অনুগ্রহের রাজ্য (the kingdom of grace), প্রকৃতির রাজ্য (the kingdom of nature), প্রভৃতি সুনির্বাচিত শব্দের ব্যবহার করেছেন –

> "... according to moral laws under the government of the supreme good, the kingdom of grace, distinguishing it from the kingdom of nature, in

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 481 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> which these rational beings do indeed stand under moral laws, but expect no other consequences from their actions than such as follow in accordance with the course of nature in our world of sence."[১৬]

কান্টের মতে, যে ইচ্ছা কাম্যফলের আকাঙ্ক্ষা না করে আমাদের কর্তব্যবোধে প্রাণিত করে, তাই হচ্ছে সদিচ্ছা বা 'Good Will.' এই ক্ষেত্রে ব্যক্তির ইচ্ছা পরিচালিত হবে একটি নির্দিষ্ট নৈতিক নিয়মের শৃঙ্খলায়। এই বিধিবদ্ধ নৈতিক নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় না। কান্ট বলেন, তোমার করা উচিত, সুতরাং তুমি করতে পার – "Thou oughtest means thou canst." – কেবল কর্তব্যবোধের অন্তরস্থিত প্রেরণায় ব্যক্তি নৈতিক নিয়ম পালন করে। সুতরাং বিচার-বুদ্ধির নিয়ম হল কর্তব্যের নিয়ম – 'The law of reason is the law of duty'. সৎ ইচ্ছা (Good Will), শুভবোধ আমাদের কর্তব্য পালন করার জন্য অঙ্গুলি নির্দেশ করে। কর্তব্যের জন্য কর্তব্য কর্ম – অর্থাৎ মানুষ যুক্তি বুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত - হয়ে আপনার কর্তব্য নির্ধারণ করে। এই কর্ম স্বভাবগত, নীতির শাসন অনুসারী। অন্তরের এই শাসন আত্মবুদ্ধির দ্বারা পরিচালিত-আত্মনিয়ন্ত্রিত, আত্মশাসিত ও শর্তহীন। কান্ট লিখলেন –

> "But the highest ends are those of morality, and these we can know only as they are given us by pure reason."[১৭]

আবেগের বশবর্তী হয়ে কোন কাজ করলে, সেই কাজ শুভ হতে পারে না, তা হবে অনৈতিক। মানবমনের অনুভূতি কর্তব্য পালনে বাধার সৃষ্টি করে। আবেগ শুদ্ধ যুক্তি এবং বিশুদ্ধ বিচারকে (Pure reason) আচ্ছন্ন করে। আবেগের বশবর্তী হলে মানুষ তার নিয়ন্ত্রণ হারায়। সুতরাং স্নেহ-ভালবাসা, দয়া-মায়া-মমতা – এগুলি মানুষের যুক্তি এবং বিচারকে আচ্ছন্ন করে। কান্ট নৈতিক আদর্শের মধ্যে হৃদয়ের তাপ উত্তাপকে জায়গা দিতে চাননি। তিনি ন্যায় সংগত আচরণ বলতে যুক্তিকে অনুসরণ করার কথাই বলেছেন। বিবেক ও বিশুদ্ধ নৈতিকবোধ নৈতিক আদর্শের মূলে ক্রিয়াশীল থাকে। কান্টের নৈতিক ধারণার প্রধান বিশেষত্ব হল কর্তব্যবোধ। এই কর্তব্যবোধের সঙ্গে কর্মনীতি পরস্পরাশ্রয়ী সম্পর্কে যুক্ত। কান্ট বলেন, কাজের নিয়ম এমন হবে তা যেন সার্বজনীন নিয়মে পরিণত হয় –

> "Act only on that maxim which thou canst at the same time will to become a univershal law.] ... The investigation of nature takes its own independent course, keeping to the chain of natural causes in conformity with their universal laws."[১৮]

তুমি নৈতিক জীবনের সূত্র মেনে কাজ করে। অন্যেরও তা করা উচিত। সকলেরই তা করা উচিত। সকলের একই কর্তব্য। এর কোন অন্যাথা নেই। এভাবেই সার্বজনীন নিয়ম প্রতিষ্ঠিত হয়। কান্ট তাঁর 'Critique of pure reason' গ্রন্থে জ্ঞানতাত্ত্বিক তর্কবিদ্যাকে দু'টি ভাগে ভাগ করেছেন। তিনি তাঁর গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের নাম দিয়েছেন- 'IV – The Division of Transcendental Logic into Transcendental Analytic and Dialectic.' বিভাগ দুটির প্রথমটি জ্ঞানতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ (Transcendental Analytic) এবং দ্বিতীয়টি জ্ঞানতাত্ত্বিক বিচার (Transcendental Dialectic)। জ্ঞানতাত্ত্বিক যুক্তিবিদ্যার একটি অংশ মানব বুদ্ধির বিশুদ্ধ উপাদান এবং নীতি নিয়ে আলোচনা করে। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ হল সততা বিষয়ক তর্কশাস্ত্র (Logic of Truth)। কান্টের মতে, সততা চিন্তার সঙ্গে সর্বদাই বিষয়ের পারস্পরিতা নির্দেশ করে। কান্ট তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন –

> "The employment of this Pure knowledge depends upon the condition that objects to which it can be applied be given to us in intuition. That part of transcendental logic which deals with the elements of the pure knowledge yielded by understanding, and the principles without which no object can be thought, is transcendental analytic. It is a logic of truth.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 481 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> For no knowledge can contradict it without at once losing all content, that is, all relation to any object,[১৮.ক]

দার্শনিক কান্ট সততার সঙ্গে নীতিশাস্ত্রকে যেমন যুক্ত করেছেন, ঠিক তেমনি দেখিয়েছেন সততা ও কর্তব্যবোধ ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। আসলে নৈতিক ধারণা এবং কর্তব্যবোধ অচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত।

কান্টের কর্তব্যবোধ অভিজ্ঞতা ভিত্তিক আত্মচেতনা (empirical consciousness) ছাড়াও জ্ঞানতাত্ত্বিক আত্মচেতনা (Transcendental apperecption, self-consciousness)–র সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কে যুক্ত। জ্ঞানতাত্ত্বিক আত্মচেতনা হল এক সামগ্রিক চেতনার ঐক্য, যা সমস্ত অভিজ্ঞতালব্ধ বস্তুর প্রকৃত ভিত্তি। জ্ঞানতাত্ত্বিক আত্মচেতনাকে অপরিবর্তিত আত্মঅভিন্নতা ('thorough-going self-identity') নামে চিহ্নিত করেছেন। অনুসন্ধিৎসু মানবমন সর্বদাই আত্মচেতনা বা চেতনার ঐক্য অনুভব করে। বিষয়ের জ্ঞানলাভের পরবর্তী পর্যায়ে ব্যক্তি আত্মদর্শনমূলক বিশ্লেষণ (reflective analysis)–এর মাধ্যমে চেতনার ঐক্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করে। তখন মানুষ হয়ে ওঠেন কর্তব্য সচেতন। 'Categorical Imperative' শর্তহীন আদেশ বা নিঃশর্ত নৈতিক কর্তব্য হচ্ছে কান্টের নীতিদর্শনের একটি মৌল প্রত্যয়। বিবেকের নির্দেশ অনুযায়ী বিনাশর্তে কাজ করতে হবে। কান্টের মতে, বিবেক কখনো এমন নির্দেশ দেয় না, যা পালন করার সামর্থ্য নৈতিক কর্তা বা নৈতিক ক্রিয়া সম্পাদনকারী ব্যক্তির থাকে না। কান্ট তাঁর 'Metaphysics of Exprience'–গ্রন্থে লিখেছেন –

> "in the act of synthesising an object, we may not be immediately aware of the unity of conciousness (or even of the concept) which is necessarily involved." [১৮.খ]

কান্টের মতে, আত্মচেতনার ঐক্য ছাড়া কোন বিশুদ্ধ ধারণা বা বিষয়ের জ্ঞান লাভ সম্ভব হয়ে ওঠে না। দেখা যাচ্ছে, বিচারবাদী দার্শনিক কান্টের কর্তব্যের ধারণা অনেকটাই তর্ক কন্টকিত। স্নেহ ভালবাসা, আবেগ, অনুভূতি মানুষের বিচারবোধকে আচ্ছন্ন করে, একথা ঠিক। কিন্তু কান্ট চিন্তার সততা, পরম ও পরিপূর্ণ কল্যাণ প্রভৃতি কথা বলেছেন, সেগুলির উৎসস্থল বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা নির্ভর মানুষের মস্তিষ্ক। হৃদয় এবং বিবেক বর্জন করে কোন কর্ম নীতির ভিত্তি গড়ে তোলা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ থেকে গেছে। নীতি-নৈতিকতা, চিন্তার সততা কান্টের জ্ঞানতাত্ত্বিক যুক্তিবিদ্যার একটি অত্যাবশ্যক অংশ। এগুলিও বিবেকের সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্কে সম্পর্ক-যুক্ত। সুতরাং কান্টের 'কর্তব্যের জন্য কর্তব্য কর' ('Duty for duty's sake') –এই ধারণাকে বিবেক এবং হৃদয় বর্জিতভাবে বিচার করলে কিছু প্রশ্নচিহ্ন থেকে যাবে নিশ্চয়ই।

'কর্তব্যের জন্য কর্তব্য কর' – আদর্শ চালিত এই বোধ মানুষের নৈতিক জীবনের তিনটি মূল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। এগুলি হল– নৈতিক বিচার বা postulates of Morality অর্থাৎ স্বতঃসিদ্ধ নৈতিকতা। কোন কাজের প্রাথমিক পূর্ণ নৈতিক দায়িত্ব। দ্বিতীয়টি 'immortality of the soul' – অর্থাৎ আত্মার অমরত্ব। সর্বোপরি ঈশ্বরে আস্থা –

> "As dealing with an inner connection it is the physiology of nature as a whole, that is, the transcendental knowledge of the world, as dealing with an outer connection, it is the physiology of the relation of nature as a whole to a being above nature, that is to say, it is the transcendental knowledge of God."[১৯]

এগুলি না থাকলে নৈতিক কর্মনীতি তার লক্ষ্য হারিয়ে ফেলে।

কর্তব্য কর্তব্যই। তা আমাদের সম্পন্ন করা উচিত। কিন্তু তা কখনোই ফললাভের আকাঙ্ক্ষার উপর নির্ভর করে না। এটা হল কর্তব্যের আদর্শ অঙ্গীকার। মানুষ কর্তব্যকর্ম সম্পাদন করেন বিশুদ্ধ বিবেক এবং স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন বিচার বুদ্ধির দ্বারা প্রাণিত হয়ে। বিবেকের শুদ্ধতা কান্টীয় নীতি-দর্শনের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। মানুষের অন্তরে যে সুপ্ত শুভ্র-বিবেক জাগ্রত হয়ে রয়েছে, সেই অন্তরতম সত্তা, যা নৈতিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত –তা হল ভগবানের নির্দেশ। সুতরাং মানুষ ব্যক্তিগত আবেগ,

অনুভূতি এবং সুখাকাঙ্ক্ষাকে নিয়ন্ত্রণ করে যে কর্ম সম্পাদন করেন, তা একান্তই স্বতঃস্ফূর্ত, ইচ্ছাপ্রসূত ও কর্তব্যবোধের অভিপ্রায়ে। Howard Caygill কান্টের 'Critique of pure reason' – গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন –

> "...all of which are of empirical origin, yet in the construction of a system of pure morality these empirical concepts must necessarily be brought into the concept of duty, as representing either a hindrance, which we have to overcome, or an allurement, which must not be made into a motive."[২০]

কান্টের মতে, কর্তব্যের জন্য সাধিত কর্মেরই কেবল নৈতিক মূল্য আছে। শুধু মানুষই বিধি অনুযায়ী কর্তব্য কর্ম করতে পারেন। এবং সেই কাজই শুভ বা কল্যাণপ্রদ হয়ে ওঠে – সমস্ত মানুষের জন্য তা গ্রহণীয়। Kant তাঁর সুবৃহৎ গ্রন্থের শেষাংশে লিখেছেন –

> "Mathematics, natural science, even our empirical knowledge, have a high value as means, for the most part, to contingent ends, but also, in the ultimate outcome, to ends that are necessary and essential to humanity. ... On the contrary this gives it dignity and authority, through that censorship which secures general order and harmony, and indeed the well-being of the scientific common wealth, preventing those who labour courageously and fruitfully on its behalf from losing sight of the supreme end, the happiness of all mankind."[২১]

কান্টীয় দর্শনে Maxim বা কর্মনীতির উল্লেখ করা হয়েছে। এই কর্মনীতির মধ্যে থাকে বিশ্বজনীন আকাঙ্ক্ষা। কান্ট সৎ ইচ্ছা (Good will), পরম কল্যাণ (Supreme good), পরিপূর্ণ কল্যাণ (Complete good), নৈতিক নিয়ম (Moral Law), বিশুদ্ধ বুদ্ধি (Pure Reason), ব্যবহারিক বুদ্ধি (Practical Reason), স্বতঃসিদ্ধ নৈতিকতা (Postulates of Morality), বিশ্বজনীন নীতি (Universal Law), স্বাধীন ইচ্ছা (Free Will) প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন। কান্ট মনে করেন, কোন ব্যক্তি যখন কোন কাজ করেন, তখন তাঁকে নীতি অনুসরণ করতে হয়। সেই নীতিই হল কর্মনীতি। কান্টীয় পরিভাষায় 'Maxim'। এই কর্মনীতির মধ্যে প্রকাশিত হয় সামান্য নীতি বা 'General Principle'। কান্ট কর্মনীতি রূপে সদিচ্ছাকে গ্রহণ করে কর্তব্যবাদের প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর মতে, বিবেকের নির্দেশই হল কর্তব্যের নির্দেশ। শুভ ইচ্ছকে পাথেয় করে, সমস্ত রকম আবেগ অনুভূতিকে বর্জন করে, কর্তব্যের জন্য যে কর্তব্য সাধিত হয় – তাইই হচ্ছে নৈতিক কর্ম।

তিন

"ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্য কর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ।।"[২২]

একথা বলেছেন ভগবান কৃষ্ণ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৫ম শ্লোকে কৃষ্ণ বলেছেন, কোন ব্যক্তি ক্ষণকালের জন্যও নিষ্কর্মা থাকেন না। কর্ম সন্ন্যাসে মোক্ষলাভ হয় না। মানুষ প্রকৃতি নির্ধারিত কর্ম করতে বাধ্য থাকেন। উক্ত গ্রন্থের ৩য় অধ্যায়ের ষষ্ঠ শ্লোকেও বলা হয়েছে –

"কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য আস্তে মনসা স্মরন্।"[২৩]

অর্থাৎ কেউই কর্ম না করে তিলার্ধমাত্রও থাকতে পারেন না। কর্ম একটি গতিশীল প্রক্রিয়া, তা কখনো থেমে থাকে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উক্ত অধ্যায়ের ৭ম শ্লোকে ভগবান কৃষ্ণ অর্জুনের উদ্দেশ্যে বলেছেন, ফললাভের অভীপ্সা পরিত্যাগ করে কর্ম করতে হবে। কর্মের অধিকারী হয়েও অনর্থক কর্মত্যাগ করলে সেই ব্যক্তি ধর্মশাস্ত্র মতে পতিত হয়ে থাকেন–

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 481 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

"যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেহর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে।।"[২৪]

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন, ব্যক্তি নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করবেন, ফললাভের আকাঙ্ক্ষা না করে। অর্থাৎ গীতায় নিষ্কামভাবে কর্তব্য পালনের কথাই উল্লিখিত হয়েছে। কর্তব্যের জন্যই এমন কর্তব্য পালন। এক্ষেত্রে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার নিষ্কাম কর্ম ভাষ্য এবং কান্টীয় দর্শনের মধ্যে মোটামুটি সামঞ্জস্য রয়েছে। সূক্ষ্ম পার্থক্য থাকলেও গীতায় যে মোক্ষ বা মুক্তির দর্শন প্রধান রূপে প্রতিপন্ন করা হয়েছে, কান্টীয় দর্শনে তা নেই। গীতায় ভগবান কৃষ্ণ বলেছেন, আমাদের কর্তব্য করতে হবে ঈশ্বর প্রাপ্তির অভিমুখকে সামনে রেখে। এমন পারমার্থিক চিন্তান্তর কান্টীয় দর্শনে অনুপস্থিত। গীতার নীতিদর্শন এবং কান্টীয় নীতিদর্শন – দুই দর্শনেই ব্যক্তির কর্তব্য কর্মের সঙ্গে মানব কল্যাণের আদর্শ ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত। আধুনিক চিন্তাবিশ্বের অন্যতম পুরোহিত কান্টের নীতিদর্শনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-ভাষ্য গীতায় প্রতিপাদিত হয়নি বটে, কিন্তু একথা ঠিক, অত্যন্ত সরলভাবে মানবকল্যাণ এবং শুভবোধকে কর্তব্য কর্মের সঙ্গে সংশ্লেষিত করেছেন ভগবান কৃষ্ণ। কান্ট কর্তব্যের জন্য কর্তব্যের কথা বলতে গিয়ে ব্যক্তি জীবনের আবেগ, অনুভূতি, ভালবাসা-ভাললাগা এগুলিকে একান্তভাবে বর্জন করতে বলেছেন। কিন্তু গীতায় মানুষের অন্তরের অন্তঃস্থলে অবস্থিত এগুলির ধ্বংস সাধনের উল্লেখ নেই। বরং কাম-ক্রোধ-লোভ এবং আসক্তিকে দমনের কথা বলেছেন। মানব সেবাই ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায়। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ এবং ভক্তিযোগের মাধ্যমেই মানুষের ঈশ্বর দর্শন ঘটে। এমন ভক্তির কথা কান্টীয় দর্শনে নেই। বিচারবাদী দার্শনিক কান্ট মূলত আবেগ অনুভূতিহীন যুক্তির কথাই বলেছেন। গীতার নীতিদর্শনের সঙ্গে কান্টের নীতিশাস্ত্রের মিল অনেকটা কৃত্রিম – বাহ্যিক ওপর ওপর।

গীতায় বুদ্ধিযুক্ত কর্মের কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ কর্মের সঙ্গে বুদ্ধির যোগ সাধিত হয়েছে। গীতার কর্ম রহস্য আবিষ্কারের চেষ্টার মধ্যে সাধনার পথ প্রশস্ত হয়। গীতার কর্মতত্ত্বে কর্মের সঙ্গে আত্মার সম্বন্ধ স্পষ্ট হয়েছে। কিন্তু মানুষের কর্ম হবে দৃষ্টি সচেতন। যেমন যজ্ঞকর্মের ফলে মানুষের স্বর্গলাভ ঘটলেও তা চিরস্থায়ী নয়। স্বর্গভোগের কাল অতিবাহিত হলে পুনরায় মর্ত্যে ফিরে আসতে হয়। আবার দুঃখভোগ করতে হয়। সুতরাং স্বর্গলাভে দুঃখের অবসান হয় না। গীতায় নিষ্কাম কর্ম সম্পন্ন করার কথাই বলা হয়েছে। এই কর্মই হল বৈধ। ফল সম্বন্ধ শূন্য কর্মই বিধেয়। তা না হলে চিত্তশুদ্ধি হয় না –

"নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ।"[২৫]

অর্জুনের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ বলেছেন, ঈশ্বরের আরাধনার জন্যই কর্ম করতে হবে। তাতে 'কর্মবন্ধন' হয় না। কর্মের অধিকারী অর্জুন আসক্তিবিহীন নিঃসঙ্গ হয়েই কর্ম করুক –

"যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোহন্যত্র লোকোহয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর।।"[২৬]

যাঁর যা প্রাপ্য, তাঁকে তা দান করে কর্তব্য সমাপন করতে হয়। আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপর কর্ম হৃদয়কে সঙ্কুচিত করে। অপরপক্ষে, অপরের কল্যাণে যে কর্ম করা হয়, তা হৃদয়কে প্রসারিত করে। এই প্রসারণ হল পুণ্য। বেদবিহিত কর্ম থেকেই পরমাত্মার উৎপত্তি। গীতায় কর্মচক্রের উল্লেখ আছে। কর্মের মধ্য দিয়েই ভগবান আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁর এই জগৎ চক্রটিই হল কর্মচক্র। এখান থেকেই জীবের উৎপত্তি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়। আত্মরতিতে আসক্ত আত্মতৃপ্ত ব্যক্তির কোন কর্ম নেই। সুতরাং অর্জুনের উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের উপদেশ হচ্ছে, ফলাসক্তিবিহীন হয়ে কর্তব্য কর্ম করুক –

"তস্মাদসক্তঃ সততঃ কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।"[২৭]

গীতায় উল্লিখিত রয়েছে, জনক প্রভৃতি পুরুষেরা নিষ্কাম কর্মের দ্বারা জ্ঞানলাভ করেছিলেন। এছাড়া লোকসংগ্রহের দিকে দৃষ্টি রেখে কর্তব্য কর্ম করাই বিধেয়। লোকসংগ্রহ বলতে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ কর্মকেই বোঝাচ্ছে –

"কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন কর্তুমর্হসি।।"[২৮]

কান্টীয় দর্শনে এই পরম কল্যাণের কথা আছে। যাকে কান্ট বলেছেন সর্বাঙ্গীন কল্যাণ বা 'Complete Good'। কান্টের 'Kingdom of Ends' বা যে স্বর্গ রাজ্যের কথা চিন্তা করেছেন, তার সঙ্গে লোকসংগ্রহের সাদৃশ্য আছে। কিন্তু কান্ট মোক্ষ বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি কল্যাণ বা শুভবোধকে ন্যায়ের (Right) ঊর্ধ্বে স্থান দেননি। ভগবান কৃষ্ণ তাঁর পরম প্রিয় পার্থকে কর্মত্যাগ না করার পরামর্শ দিয়েছেন। আসক্তি সমস্ত বন্ধনের কারণ। সুতরাং বিদ্বান ব্যক্তি অনাসক্ত হয়ে কর্ম করেন। জ্ঞানীর কর্ম নিজের প্রয়োজনে নয়। তিনি আপন প্রয়োজনের ঊর্ধ্বে উঠেন। সর্বমানবের মঙ্গলের নিমিত্তই তিনি কর্ম করেন অর্জুনকে কৃষ্ণ উপদেশ দিয়েছেন, নিষ্কাম ও মমতা শূন্য হয়ে যুদ্ধ করো। শোক করো না। নিষ্কাম কর্মযোগে মহাফল লাভ সম্ভব। প্রকৃতির ভাব অনুযায়ী কর্ম হয়, কেবল বিধি নিষেধের দ্বারা কোন কাজ হয় না। পরধর্ম অপেক্ষা স্বধর্মই শ্রেষ্ঠ। স্বধর্মে থেকে আত্মবিনাশও ভাল। কিন্তু পরধর্ম ভয়ঙ্কর। গীতায় নিষ্কাম কর্মবাদের যে কথা উল্লিখিত হয়েছে তার মূল সারমর্ম হল, কর্মফলের কথা চিন্তা না করে অনাসক্তভাবে কর্ম সম্পাদন –

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোহস্ত্বকর্ম্মণি।।"[২৯]

কর্ম কখনোই বন্ধনের কারণ নয়। বন্ধনের কারণ হল কামনা, বাসনা এবং ফলের প্রতি আসক্তি। নিষ্কাম কর্মের জন্য কর্তৃত্ব প্রবণতা এবং আত্ম অভিমান বর্জন করা প্রয়োজন। দার্শনিক কান্টও তাঁর নীতিতত্ত্বে সৎ ইচ্ছা (Good Will)–র উল্লেখ করেছেন। গীতায় শুদ্ধ এবং শাস্ত্রীয় কর্মকে উৎকৃষ্ট বলা হয়েছে। এই কর্মই কল্যাণপ্রদ। কর্তব্যবোধ জনিত কর্মের মধ্যে রয়েছে নৈতিকতা, যা moral stage বা ধর্মস্তর। মানুষই শুদ্ধ ও সৎ কর্মের অধিকারী। আমৃত্যু মানুষ কর্ম করেন। কর্মই মানুষের মুক্তির দরজা উন্মুক্ত করে তোলে।

চার

"A Patriot cannot afford to ignore any branch of service to the motherland. And for me the text of the Gita was clear and emphatic:

Finally, this is better, that one do
His own task as he may, even though he fail,
Than take tasks not his own, though they seem good.
To die performing duty is no ill;
But who seeks other roads shall wander still." [৩০]

মহাত্মা গান্ধি একথা লিখেছেন তাঁর সুবিখ্যাত আত্মজীবনী 'The strory of my Experiments with Truth An Autobiography' – গ্রন্থে। অর্থাৎ দেশপ্রেমিক মাতৃভূমির সেবা করার জন্য কোন পথকেই উপেক্ষা করেন না। গীতার শ্লোকে সেই নির্দেশ রয়েছে। গান্ধিজি গীতার মূল শ্লোকটিকে ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। মূল সংস্কৃত শ্লোকটি হল –

"শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ।।"[৩১]

অর্থাৎ পরধর্ম সুলভ হলেও নিজধর্ম যদি গুণহীন হয়, তথাপি নিজধর্ম অনেক শ্রেষ্ঠ। স্বধর্মে মৃত্যুও শ্রেয়, কিন্তু পরধর্ম ভয়ঙ্কর। ভগবান কৃষ্ণের মুখনিঃসৃত শ্লোক দেশমাতৃকার মহতী সেবায় গান্ধির কর্তব্য-কর্মকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। সত্যদ্রষ্টা ভারতীয় ঋষি তিনি। সত্যাশ্রয়ী সদাচারী গান্ধি আমৃত্যু সত্যব্রতে দীক্ষা গ্রহণ করেছেন। ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করেছেন। তিনি তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থের 'Brahmacharya II' রচনায় লিখেছেন –

"Brahmacharya means control of senses in thought, word and deed. Every day I have been realizing more and more the necessity for restraints of the kind I have detailed above. There is no limit to the possibilities of renunciation, even as there is none to those of brahmacharya. Such brahmacharya is impossible of attainment by limited effort."[৩২]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 481 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

ব্রহ্মচর্য মন-বাক্য ও দেহ এক অর্থে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সংযমের শাসনে রাখে। এমন সংযমের জন্য আসক্তিকে বর্জন করতে হয়। ত্যাগের যেমন কোন সীমানা নেই, ঠিক তেমনি ব্রহ্মচর্যের মহিমারও কোন অন্ত নেই। ব্রহ্মচর্যকে লাভ করতে হলে সাধনার প্রয়োজন। গীতার নিষ্কাম কর্মকে গান্ধি তাঁর জীবনে মুগ্ধ মন্ত্রের মত গ্রহণ করেছিলেন। ভারতীয় জাতির পিতা গান্ধিজি সমগ্র মানব সমাজের কাছে এই বার্তা পৌঁছেছিলেন যে, অহিংসা এক মহান অস্ত্র। এই অহিংসা মন্ত্রকে স্বাধীনতা আন্দোলনের মহত্তম অস্ত্ররূপে তিনি ব্যবহার করেছিলেন। গান্ধিজি তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থের 'A Tussle with Power' রচনায় লিখেছেন, সত্যের অনুসন্ধানের মূলে আছে অহিংসা। আমি প্রতি মুহূর্তে অনুভব করি, অহিংসার ব্যবহার না হলে সত্য লাভ হয় না –

> "This ahimsa is the basis of the search for truth. I am realizing every day that the search is vain unless it is founded on ahimsa as the basis."[৩৩]

স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেক্ষিতে অহিংসার পরীক্ষা ও প্রয়োগ ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল ভারতবর্ষ।

গান্ধিজির আন্দোলন হল সত্যাগ্রহ। যাঁরা ব্রহ্মচর্য ব্রত গ্রহণের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধি লাভ করেন, তাঁরা হলেন সত্যাগ্রহী। গান্ধিজি বলেছেন, তাঁর সমগ্র জীবনটাই হল সত্য প্রয়োগের ইতিহাস। তিনি তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থের 'The Birth of Satyagraha' অধ্যায়ে লিখেছেন –

> "The history of this struggle is for all practical purposes a history of the remainder of my life in South Africa and especially of my experiments with truth in that sub-continent."[৩৪]

দক্ষিণ আফ্রিকায় অবস্থানকালে ১৯০৮ সালে গান্ধিজি প্রথম জেল জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। জেলের মধ্যেও তিনি সংযমী ব্রহ্মচারীর জীবন পালন করেন। এরপর ধীরে ধীরে তিনি সংযমের জন্য উপবাসে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেন। সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য দক্ষিণ আফ্রিকাতে টলস্টয় ফার্মে বালক বালিকাদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। শিক্ষা বলতে গান্ধিজি বুঝিয়েছেন, আত্মজ্ঞানের অধিকারী হওয়া, আত্মার বিকাশ সাধন, ঈশ্বর সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ। আত্মজ্ঞানের মাধ্যমেই ব্যক্তির চরিত্র গঠিত হয়। গান্ধিজি মানবজীবন থেকে সমস্ত আত্মাভিমান সরিয়ে রাখার কথা বলেছেন। তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থে তিনি বলেছেন, নম্রতার সম্পূর্ণ অর্থ আত্মাভিমান শূন্যতা। ভারতীয় জাতির উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত সমস্ত ব্রত পালিত হয়, সেই লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য। অভিমান শূন্যতা আসলে মোক্ষপ্রাপ্তি –

> "The True connotation of humility is self-effacement. Self-effacement is moksha (salvation), and whilst it cannot, by itself, be an observance, there may be other observances necessary for its attainment."[৩৫]

গান্ধিজি সত্যকেই ঈশ্বররূপে অনুভব করেছেন। আর সত্যের যাত্রাপথে অহিংসা হল একটি অবলম্বন। তিনি লিখেছেন, আত্মশুদ্ধি ছাড়া অহিংসার উদযাপন অসম্ভব। কিন্তু এই আত্মশুদ্ধির পথ কঠিন, দুরূহ ও দুর্গম। আর নিষ্কলঙ্ক শুদ্ধি ও পবিত্রতা লাভ করতে হলে চিন্তায় বাক্যে ও কাজে আসক্তিশূন্য হতে হবে –

> "Identification with everything that lives is impossible without self-purification, without self-purification, the observance of the law of ahimsa must remain an empty dream. God can never be realized by one who is not pure of heart. ...But the path of self-purification is hard and steep. To attain to perfect purity one has to become absolutely passion-free in thought, speech and action, to rise above the opposing currents of love and hatred, attachment and repulsion."[৩৬]

গান্ধিজি তাঁর আত্মজীবনী গ্রন্থটি সমাপ্ত করেছেন ঈশ্বরের কাছে বিনম্র প্রার্থনায়। লিখেছেন, নম্রতার শেষ সীমা হচ্ছে অহিংসা। ভগবানের কাছে আমি এই প্রার্থনাই করি, তিনি যেন আমাকে চিন্তায়, বাক্যে এবং কাজে অহিংস হওয়ার শক্তি দান করেন–

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 481 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "Ahimsa is the farthest limit of humility. ... I ask him to join with me in prayer to the God of Truth that He may grant me the boon of ahimsa in mind, word and deed."[৩৭]

গান্ধিজির জীবনাদর্শ যেন ঠিক গীতার কর্মযোগের সারাংশ। তাঁর সত্যাগ্রহ এবং অহিংসার সারমর্ম নিহিত আছে গীতার কর্মযোগের মূল সত্যের মধ্যে। তিনি আমৃত্যু ন্যায় পরায়ণ এবং নৈতিক জীবনে আস্থাশীল ছিলেন। তাঁর বিবেক ছিল সদাজাগ্রত। ১৯৪৬ সালে নোয়াখালিতে হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষের পরে ৭৭ বৎসর বয়সে অশীতিপর গান্ধি ১৯৪৭ সালে ২ জানুয়ারি থেকে ১ মার্চ পর্যন্ত দাঙ্গা বিধ্বস্ত অগ্নিদগ্ধ ঘরের দুয়ারে দুয়ারে দাঁড়িয়েছেন। তিনি ১১৬ মাইল পথ হেঁটেছেন। সেদিনের ইতিহাস ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। সেদিন নিহত মানুষের স্তূপ থেকে ভেসে এসেছিল প্রেতের কান্না। গ্রামগুলি ছিল অশান্ত, অস্থির ও আতঙ্কভরা। খালি পায়ে হেঁটে হেঁটে মানুষকে বেঁচে থাকার সঞ্জীবনী মন্ত্র শুনিয়েছেন তিনি। একেই বলে কর্মযোগ। অহিংসা মন্ত্রের পূজক গান্ধি সৃষ্টি করলেন মানুষের মানুষ হওয়ার উচ্চতর সাধনার ইতিহাস। এটি ছিল তাঁর হৃদয় উৎসারিত আপন কর্তব্য সম্পাদন। তিনি তাঁর 'Indian Home Rule' গ্রন্থে লিখেছেন–

> "1. Real home rule is self-rule or self-control. 2. The way to it is passive resistance : that is soul-force or love-force."[৩৮]

গান্ধি-জীবনের সমস্ত কর্তব্য-কর্ম ছিল মানব কল্যাণ ও ঈশ্বর প্রীতি। ১৯১৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর একটি চিঠিতে তিনি সত্যাগ্রহ প্রসঙ্গে লিখেছেন –

> "Satyagraha is pure soul-force. Truth is the very substance of the soul. That is why this force is called Satyagraha."[৩৯]

মনীষী রম্যাঁ রলাঁ গান্ধিকে ভারতবর্ষের খ্রিষ্ট বলে অভিহিত করেছেন। স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধির প্রকৃত সংগ্রাম ছিল আধ্যাত্মিক সংগ্রাম। এই সংগ্রাম মানবতা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম। পৃথিবীবাসীকে তিনি বোঝালেন, অহিংসার মধ্য দিয়েই নতুন পৃথিবীকে জন্মলগ্ন ঘোষিত হচ্ছে। রম্যাঁ রলাঁ (Romain Rolland) তাঁর ক্ষুদ্র গ্রন্থ 'Mahatma Gandhi The man who become one with the universal Being' – এর উপসংহার করেছেন এভাবে –

> "In a mortal half-god the perfect incarnation of the principle of life which will lead a new humanity on to a new path."[৩৯.ক]

পাঁচ

স্বামী বিবেকানন্দ। কর্মযোগী বিবেকানন্দ। জীবন বড় ছোট। তাঁর ছোট জীবনে কর্মই উজ্জ্বলন্ত তারার মত জ্বলজ্বল করছে। জীবনব্যাপী কর্তব্যকে মান্যতা দিয়েছেন তিনি। আদর্শ সন্ন্যাসী তিনি। সুবিপুল কর্মময় জীবন তাঁর। কর্মই তাঁর আদর্শ। তিনি বুঝেছেন, এ সংসার কর্মময়। বুঝেছেন আমৃত্যু কর্তব্য সাধনাই মনুষ্য জীবনের পরিণতি। স্বামীজির কর্মযোগে কর্তব্য-কর্ম সম্পাদনের মধ্যে কোন ফলাকাঙ্ক্ষা নেই। গীতায় ভগবান কৃষ্ণের মুখ নিঃসৃত নিষ্কাম কর্মের আদর্শই তাঁর আদর্শ। তাঁর গুরুদেব শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের কাছ থেকে তিনি লাভ করেছিলেন মানব সেবার আদর্শ। তিনি বুঝেছিলেন জীব সেবাই হল ঈশ্বর সেবা। তিনিই সার্বজনীন মানব ধর্মের উৎসমুখ উন্মোচিত করেছেন। সর্ব মানবের কল্যাণের জন্য মধ্যে নৈতিক সাম্যবাদের বীজ বপন করেছেন তিনি। তাঁর কর্মের ক্ষেত্র বহুদূর বিস্তৃত। দরিদ্র ভারতবর্ষ, দরিদ্র ভারতবাসীর জন্য তাঁর ভাবনার অন্ত নেই। তিনি এদেশের মাটিতে শেকড় গেড়ে থাকা শতাব্দী সঞ্চিত অস্পৃশ্যতা ও কুসংস্কারকে মুক্ত করার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সুবিপুল কর্ম পরিকল্পনা শিক্ষা বিস্তারের মধ্যে, অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনের ঐকান্তিক প্রচেষ্টার মধ্যে। সর্বোপরি সামাজিক বহুমুখী কল্যাণ কর্মের মধ্যে প্রসারিত। তিনি আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে কর্মের সংযোগ সাধন করেছেন। স্বামীজি তাঁর জীবন অতিবাহিত করেছেন নিষ্কাম কর্মের মধ্য দিয়ে। তাঁর সমস্ত কর্মের মূল উদ্দেশ্য সমাজ কল্যাণ। কর্তব্য কর্মে অবহেলা করলে মানুষ যথার্থ মানুষ হয়ে ওঠে না। প্রতিটি কর্তব্য-কর্মই সমমান এবং সমমূল্যের। কান্টের কর্তব্য-কর্ম হৃদয়ের ভাঙা গড়াকে গ্রহন করেনি। কঠিন-কঠোর আবেগহীন। অপরপক্ষে গীতায় উল্লিখিত কর্তব্য-কর্ম স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত ও আনন্দময়। গীতার কর্মবাদ অভ্যাসযোগের দ্বারা লাভ করতে হয়। এই কর্তব্যের নির্দেশ নির্দিষ্ট হয় ভগবানের রাজ্য

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 481 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

থেকে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর 'The Gita I' – গ্রন্থের মধ্যে কর্মবাদের মূল তাৎপর্যটি পরিস্ফুট করেছেন। তিনি লিখেছেন, শ্রীকৃষ্ণের জীবনে অনাসক্তিই প্রধান বৈশিষ্ট্য। তিনি কর্ম করেন কর্মের জন্যই। পূজা করেন পূজার জন্য। তিনি মহৎ কর্মের প্রেরণা প্রদান করেন। এবং বলেন, পরোপকার মহৎ কর্ম, তাই পরোপকার করো। এর বেশি কিছু কামনা কর না। এই হল শ্রীকৃষ্ণের চরিত্র –

> "You find in Krishna that non-attachment is the central idea. He does not need anything. He does not want anything. He works for work's sake. "Work for work's sake. Worship for worship's sake. Do good because it is good to do good. Ask no more." That must have been the character of the man."[৪০]

বিবেকানন্দ তাঁর 'The Gita II' – তে বলেছেন, অর্জুনের অন্তরে রয়েছে কর্তব্য ও মোহের দ্বন্দ্ব। ভাবাবেগ ব্যক্তিকে সম্পূর্ণ করে না। চৈতন্য লাভই মানব জীবনের লক্ষ্য। সেখানে আবেগের স্থান নেই। সেখানে রয়েছে শুধু বিশুদ্ধ বিচারের জ্যোতির্ময় আলো। মানুষ সেখানে আত্ম স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। কান্টীয় দর্শনেও এমনি আবেগ বর্জিত বিশুদ্ধ বিচারের (Pure reason) কথা রয়েছে। কিন্তু তিনি বলেছেন, মানুষ সৎ কর্ম করবেন বিবেকের নির্দেশে। বিবেকানন্দ লিখেছেন –

> "[To reach] the eternal consciousness, that is the goal of man! There emotion has no place, nor sentimentalism, nor anything that belongs to the senses – Only the light of pure reason. (There) man stands as sprit."[৪১]

স্বামীজি লিখলেন, আসক্তি শূন্য ব্যক্তির কাছে কর্মে সফল বিফল বলে কিছু নেই। দুইই সমান। তিনিই যোগী, যিনি ফলের কথা চিন্তা না করে কাজ করেন। কর্মফলে তাঁর কোন আসক্তি থাকে না। তিনিই জ্ঞানী, যিনি জ্ঞানের আগুনে কর্মের সমস্ত বন্ধন দগ্ধ করেন। ব্যক্তির প্রতি, সমাজের প্রতি আমাদের কর্তব্য রয়েছে। আমাদের কর্তব্য অপরকে সাহায্য করা, জগতের কল্যাণ কর্ম করা। বিবেকানন্দ লিখলেন, আসক্তি ত্যাগ করে নিরন্তর কর্ম কর। তিনি আরও বলেছেন, যিনি অর্থ, যশ বা কোন উদ্দেশ্য ছাড়া কোন কর্ম করেন, তিনিই সবচেয়ে ভাল কর্ম করেন। এমন ব্যক্তিই কর্মযোগের চরম আদর্শ,

> "He works best who works without any motive, neither for money, nor for fame, nor for anything else; and when a man can do that, he will be a Buddha. This man represent's the very highest ideal of Karma-Yoga."[৪২]

মানুষ কর্মযোগের দ্বারা সিদ্ধি লাভ করেন। এই সিদ্ধিলাভই সৎকর্মের শ্রেষ্ঠ ফল। সঠিকভাবে কর্ম করার প্রাথমিক মৌল লক্ষণ হল অনাসক্তি। অনাসক্তি হচ্ছে পূর্ণ আত্মত্যাগ। এর জন্য ঈশ্বরের চরণপদ্মে সবকিছু সমর্পণ করা দরকার। যিনি কর্তব্যকর্মে অবিচল থাকেন, তিনিই আলোকের সন্ধান পান। যুগে যুগে গীতার মধ্য থেকে মানব সমাজ কর্মযোগের শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। পৃথিবীর ইতিহাস আসলে কর্তব্য-কর্মে একনিষ্ট আত্মবিশ্বাসী মানুষেরই ইতিহাস। আমাদের মধ্যে যে অনন্ত শক্তি রয়েছে কর্মই তাকে জাগ্রত করে তোলে। বিবেকানন্দ এবং গান্ধিজি এই দুই কর্মযোগী কর্তব্যকর্মের মাধ্যমে মানব সমাজের জীবন্ত ইতিহাসকে সহস্র সহস্র বৎসর কল্যাণপূত পবিত্র আলোকধারায় সিক্ত করে আগামী পৃথিবীর জন্য রেখে গেছেন নিশ্চয়ই।

ছয়

সব নদী এক মহাসাগরে লীন হয়। সব জ্ঞান এক মহাজ্ঞানে, সব মহতী ভাবনা এক মহাসত্যকে প্রতিষ্ঠিত করে। যুগে যুগে মানব সত্যের আবিষ্কারকেরা হয়ে ওঠেন ঋষি। সমগ্র মানব সমাজের কাছে এঁরা মান্যতা প্রাপ্ত হয়ে ওঠেন। ভক্তি, জ্ঞান এবং কর্মকে এঁরা বৃহত্তর মানব সমাজে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। মানব ইতিহাস এমন এই মহামানবদের আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করেন। গীতায় ভগবান কৃষ্ণ, পাশ্চাত্য দার্শনিক-মনীষী ইমানুয়াল কান্ট, স্বামী বিবেকানন্দ এবং মহাত্মা গান্ধি কর্তব্য এবং কর্মবাদের বহুমুখী তত্ত্ব-দর্শন, ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, ভাষ্য রচনা – সর্বোপরি প্রয়োগকর্তা। আমাদের এই বেদনার মর্ত্যভূমি থেকে মানব কল্যাণের প্রাণবন্ত যৌবনপ্রাপ্ত সবুজ বৃক্ষটিকে স্বর্গাভিমুখী করেছেন। দেবতা আছে কিনা জানা নেই। কিন্তু

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 481 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

মানুষ কর্ম মহিমায় দেবতার সিংহাসনটিতে সগৌরবে বিরাজ করেছেন। সৎ কল্যাণ কর্ম এবং ন্যায় সম্মত কর্তব্য পালনে মানুষ হয়েছেন অমৃতের পুত্র। মানবের সংগ্রাম ও সাধনা বিস্ময়কর রূপ পরিগ্রহ করেছে জ্ঞানী-গুণী এবং কর্মীর নির্মিত কর্মবাদের মধ্যে। মানবের চিন্তাবিশ্বে কর্মবাদের মহত্তর সৃজন ও অনুসন্ধান যোগ্য বন্দিত মনীষীরাই করে গেছেন। গীতার কর্মযোগের লক্ষ্য হল নির্বিকার থেকে ধ্যানস্ত হয়ে কর্ম সম্পাদন করা। দুঃখে যিনি উদ্বেগহীন, সুখে স্পৃহাশূন্য এবং যিনি ক্রোধ বর্জিত, ভয়হীন, রাগশূন্য তিনিই প্রাজ্ঞ ঋষি। শ্রীমদ্ভগবদগীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৫৬ সংখ্যক শ্লোকে উল্লিখিত হয়েছে–

“দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে।।”[৪৩]

ভগবান কৃষ্ণ, মনীষী কান্ট, কর্মযোগী স্বামীজি এবং ব্রহ্মচর্য ব্রতধারী অহিংসা এবং সত্যধর্মের পূজারি গান্ধি কর্তব্য ও কর্মবাদকে মর্ত্যভূমিতে প্রতিষ্ঠা দিয়ে অমরতা লাভ করেছেন।

সাহিত্যে মানব জীবনের কর্তব্যবোধের নানা দ্বন্দ্ব উপস্থাপিত করেছেন স্রষ্টারা। ‘শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা’য় অর্জুন আত্মীয়-পরিজন-ভাই-পিতামহ ও গুরুজনদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চান না। ভগবান কৃষ্ণ তাঁকে উপদেশ দিয়েছে, জীবের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। মানুষ নিয়ম অনুযায়ী জন্মশীল এবং নিয়ম অনুসারে মরণশীল। সুতরাং এজন্য তোমার শোক করা উচিত নয়–

“অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে, মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি্।”[৪৪]

বাল্মীকি রামায়ণে মহাকবি বাল্মীকি কর্তব্যবোধের বিচিত্র দ্বন্দ্ব উপস্থাপিত করেছেন। রাজা রামচন্দ্রের দুটি কর্তব্যই ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর কর্তব্য পালনের দুটি দিক — একদিকে ছিল প্রজার প্রতি কর্তব্য ও রাজ্য শাসনের কর্তব্য। অপরদিকে স্বামীর আপন কর্তব্যবোধ, পত্নীর প্রতি কর্তব্য, প্রেমের প্রতি কর্তব্য – কুসংস্কার ও অপসমালোচনাকে উপেক্ষা করার কর্তব্য। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের দ্বারা আচ্ছন্ন রাজা রামচন্দ্র পত্নীর প্রতি কর্তব্যকে উপেক্ষা করলেন। তিনি পত্নী সীতার প্রতি মিথ্যা অপবাদজনিত কারণে তাঁকে পরিত্যাগ করার আদেশ দিলেন। লক্ষণকে বললেন, সেই বিজন প্রদেশে সীতাকে পরিত্যাগ করে শীঘ্র ফিরে এসো –

“গঙ্গায়াস্ত পরে পারে বাল্মীকেস্তু মহাত্মনঃ
আশ্রমো দিব্যসঙ্কাশস্তমসাতীরমাশ্রিতঃ।
তত্রৈনাং বিজনে দেশে বিসৃজ্য রঘুনন্দন।।
শীঘ্রমাগচ্ছ সৌমিত্রে কুরুষ্ব বচনং মম।”[৪৫]

রবীন্দ্রনাথের ‘বিসর্জন’ নাটকে কর্তব্যবোধের নানা দ্বন্দ্ব উপস্থাপিত হয়েছে। শত শত বৎসর পোষিত যে অবিশ্বাস ও কুসংস্কার সমাজ দেহকে কলুষিত করে রেখেছে, সেই পশুবলি বন্ধ করতে অবিচল ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞ রাজা গোবিন্দমানিক্য। পত্নী গুনবতীর প্রার্থনাকে উপেক্ষা করেছেন তিনি। তবুও বার বার ফিরে আসেন তিনি তাঁর পত্নীর কাছে। তিনি গুণবতীর উদ্দেশ্যে বললেন –

“গোবিন্দমাণিক্যঃ অপ্রসন্ন প্রেয়সীর মুখ, বিশ্বমাঝে
সব আলো সব সুখ লুপ্ত করে রাখে।”
...
হায় মহারানী, কর্তব্য কঠিন হয়
তোমরা ফিরালে মুখ।”[৪৬]

Reference:

১. Swami Vivekananda, Karma in its Effect on Character, Karma-Yoga, chapter : I, The complete works of Swami Vivekananda, Vol. I, Advaita Ashrama, Kolkata, 2009, p. 32
২. ibid, Vol. 5, The Goal and Methods of Realisation, p. 292

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 55
Website: https://tirj.org.in, Page No. 481 - 496
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৩. শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতী (অনূদিত), শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা : ১১, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৬৯
8. Sister Nivedita, Introduction, Our Master and his Message, The complete works of Swami Vivekananda, Vol. I, Advaita Ashrama, Kolkata, 2009, pp. xv-xvi
৫. ibid, Karma-Yoga, vol. I, p. xvi
৬. ibid, Karma-Yoga, vol. I, p. 29
৭. ibid, Karma-Yoga, vol. I, p. 30
৮. ibid, Karma-Yoga, vol. I, p. 31
৮. ক. ibid,
৯. ibid, Karma-Yoga, p. 32
১০. ibid, Karma-Yoga, p. 32
১১. ibid, Karma-Yoga, chapter IV, What is duty? vol. I, p. 63
১২. ibid
১৩. ibid, p. 71
১৪. ibid, p. 71
১৫. Immanuel Kant, Critique of pure reason, Translated by Norman Kemp Smith, palgrave macmillan, New York, 2007, p. 640, A 813, B 841
১৬. ibid, pp. 639-640, A 812, B 840
১৭. ibid, p. 642, A 817, B 845
১৮. ibid, p. 564, A694, B 722
১৮. ক. ibid, p. 100, B 87
১৮. খ. H. J. Paton, Kant's Metaphysics of Experience, vol. I, p. 378
১৯. Immanuel Kant, Critique of pure reason, Translated by Norman Kemp Smith, palgrave macmillan, New York, 2007, p. 662, A 846, B 874
২০. ibid, Introduction, Howard Gaygill, Critique of pure reason, Immanuel Kant, p. 61, A 15, B 29
২১. ibid, Immanuel Kant, Critique of pure reason, p. 665, A 851, B 879
২২. শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতী (সম্পা.), শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, তৃতীয় অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা : ৫, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ২৯৫
২৩. পূর্বোক্ত, ৩য় অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা : ৬, পৃ. ২৯৬
২৪. পূর্বোক্ত, ৩য় অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা : ৭, পৃ. ২৯৭
২৫. পূর্বোক্ত, ৩য় অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা : ৮, পৃ. ২৯৮
২৬. পূর্বোক্ত, ৩য় অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা : ৯, পৃ. ৩০০
২৭. পূর্বোক্ত, ৩য় অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা : ১৯, পৃ. ৩১৮
২৮. পূর্বোক্ত, ৩য় অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা : ২০, পৃ. ৩১৯
২৯. পূর্বোক্ত, ২য় অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা : ৪৭, পৃ. ২৪৪
৩০. Mohandas Karamchand Gandhi, The Story of my Experiments with Truth An Autobiography. The Bombay Meeting, Om Books International, Noida, New Delhi,

India, 2019, p. 196
৩১. শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতী (সম্পা.), শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, তৃতীয় অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা – ৩৫, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ৩৪০
৩২. Mohandas Karamchand Gandhi, The Story of my Experiments with Truth An Autobiography, Brahmacharya II, Om Books International, Noida, New Delhi, India, 2019, p. 233
৩৩. ibid, A Tussle with powder, p. 307
৩৪. ibid, The Birth of Satyagraha, p. 358
৩৫. ibid, Founding of the Ashram, p. 447
৩৬. ibid, Farewell, p. 567
৩৭. ibid, Farewell, p. 568
৩৮. M.K. Gandhi, Indian Home Rule [Hind Swaraj], Promilla and co. Publishers, New Delhi and Chicago, 2020, p. 221
৩৯. Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi The Essential Writings, Edited by Judith M. Brown, Oxford University Press, Oxford, New York, 2008, p. 316
৩৯. ক. Romain Rolland, Mahatma Gandhi. The Man who become one with the Universal Being, Srishti, New Delhi, 2013, p. 141
৪০. Swami Vivekananda, The Gita I, The complete works of Swami Vivekananda, Vol. I, Advaita Ashrama, Kolkata, 2009, p.456
৪১. ibid, The Gita – II, vol. I, p. 460
৪২. ibid, The Ideal of Karma-Yoga, Karma-Yoga, vol. I, pp. 117-118
৪৩. শ্রীমন্ মধুসূদন সরস্বতী (সম্পা.), শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, দ্বিতীয় অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা – ৫৬, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ২৫৬
৪৪. পূর্বোক্ত, দ্বিতীয় অধ্যায়, শ্লোক সংখ্যা : ২৬, পৃ. ১৮০
৪৫. মহর্ষি বাল্মীকি, রামায়ণম্ উত্তরকাণ্ড, সম্পা. শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন, বেণীমাধব শীলস লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১৩৬৮
৪৬. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, বিসর্জন, রবীন্দ্ররচনাবলী, প্রথমখণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৫৪৮, ৫৫০